প্রবাসে চাকরি সমস্যা - ৬

আরিফুর রহমান খাদেম

একটি সফল ইন্টারভিউ ও রেফারেন্স চেকের পর চাকরি পাওয়ার মজাই আলাদা। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রার্থীকে সাধারণত ফোন করে চাকরির অফার দেয়া হয়। তারপর লিখিতভাবে লেটার অব অফার হাতে হাতে দেয়া বা পাঠানো হয়। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল রেকর্ডস চেকসহ আরও কিছু আনুসাঙ্গিক কার্যক্রমের ফলে মৌখিক বা লিখিত অফার পেতে সফল প্রার্থীকে কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়।

আবেদনপত্র তৈরি করা থেকে শুরু করে এমপ্লয়ারের কাছ থেকে জবের অফার পাওয়া পর্যন্ত একজন প্রার্থীকে অনেক মূল্যবান সময়, শক্তি ও পয়সা ব্যয় করতে হয়। এ আনন্দ এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষায় সফলতার সাথে পাস করা বা নিজ দলের হয়ে ফাইনাল খেলায় জেতার চেয়ে কোনো অংশ কম নয়। এ স্টেজে আসার পরও আমাদের কারো কারো চাকরি নিয়ে শংকার শেষ নেই। কারণ একজন প্রার্থী চাকরি পেলেও প্রথম তিন মাস প্রবেশনারি পিরিয়ডে (পরীক্ষমূলক সময়) কাজ করে। তিন মাস পর কাজের সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে তাকে পার্মানেন্ট করা হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এ সময় কিছু বেসিক ত্রুটির কারণে অনেককে ভোগতে হয়। আবার কাউকে কষ্টার্জিত চাকরিটা পর্যন্ত হারাতে হয়। বিভিন্ন জরিপ অনুযায়ী, এ স্টেজে প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন চাকরি হারায় এবং প্রতি আটজনের মধ্যে কমপক্ষে দুইজনকে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়। আবার কাউকে পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে পার্মানেন্ট হতে প্রবেশনারি পিরিয়ডের পরও কয়েক মাস কাজ করতে হয়।

এ তিন মাস আপনার জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জস্বরূপ, বিশেষকরে যাদের প্রফেসনাল ফিল্ডে অভিজ্ঞতা কম। আবার যারা ভিন্নধর্মী কোম্পানি থেকে আসে, তাদের নতুন কোম্পানির ওয়ার্ক কালচার, প্রডাক্টস্ এণ্ড সার্ভিসেস্, ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল স্টেকহোল্ডারদের বুঝে নিতে হয়। এ তিন মাস আপনার এমপ্লয়ার আপনার পার্সনালিটি, কমিউনিকেশন, এ্যাটিচ্যিউট, কাজ করার স্টাইল ও পারফরমেন্স পর্যবেক্ষণ করবে। আপনি নিজে নিজে কাজ করতে পারছেন কিনা, আবার অনেকের সাথে টিমে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করছেন কিনা। আপনি সময়মত ও নিয়মিত অফিসে আসছেন কিনা। ম্যানেজমেন্টের চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ শেষ করে রিপোর্ট জমা দিতে পারছেন কিনা। অফিস কালচার বুঝে সকলের সাথে সুন্দরভাবে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম কয়েক মাস যতদুর সম্ভব চেষ্টা করতে হবে ব্যক্তিগত ফোন কল থেকে দুরে থাকতে। চারিপাশে অন্যান্য সহকর্মীদের কথা ভেবে নীচু গলায় কথা বলা বাঞ্চনীয়।

নতুন পরিবেশে কাজ করতে যে কারোর কিছু মৌলিক ভুল হওয়াটা বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে আপনার মাথায় রাখতে হবে একই ভুল একের অধিকবার যাতে না হয়। আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার কাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিতে হবে। কারও উপর নির্ভরশীল হলে হবে না। যাকে ইংরেজিতে 'অওনারশীপ অব দ্য রোল' বলা হয়। আপনি যদি মনে করেন যে কোনো কাজ যথাসময়ে শেষ করতে পারবেন না বা কোনো রিপোর্ট জমা দিতে দেরি হবে; তাহলে আগে ভাগেই আপনি আপনার ম্যানেজারকে জানিয়ে দিন। কোন সময় নাগাদ আপনি কাজগুলো শেষ করতে পারবেন এরও একটা সুনির্দিষ্ট সময় বলে দিন। সম্ভব হলে বিজনেস আওয়ারের বাইরেও কিছু সময় কাজ করুন।

এতে কাজের প্রতি আপনার আনুগত্যতা প্রকাশ পাবে এবং আপনিও ভালভাবে কাজ ও নিজের দায়-দায়িত্ব বুঝে নিতে পারবেন। অনেকেই শেষ মুহূর্তের জন্য সব কিছু রেখে রিপোর্ট যথাসময়ে জমা না দিতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, যা ম্যানেজার কখনোই ভাল চোখে দেখেন না।

প্রথম তিন মাস অনেক ধরনের সমস্যা আসতে পারে। কাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বোঝে নিতে সমস্যা হতে পারে। কোনো সহকর্মীর সাথে বোঝাপরায় সমস্যা হতে পারে। এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হলে অন্যান্য সকল সহকর্মীদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনায় না গিয়ে, আপনি ওই সহকর্মীর সাথে খোলামেলাভাবে আলোচনা করুন। কিভাবে সমস্যাগুলোর সুন্দর সমাধানে পৌঁছা যায়। যদি এতেও কাজ না হয়, আপনার ম্যানেজারের শরণাপন্ন হোন। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগের দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা না বলে সমস্যাগুলো নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কথা বলুন। কিছু কিছু কর্মী আছে যারা সঠিক পথে না এগিয়ে অন্যদের পেছনে অফিসের অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়। এতে অর্জন করার তেমন কিছুই থাকেনা, হারানোর থাকে অনেক কিছু।

আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে একটা কাজ পাওয়া যতটা কঠিন, হারানো এর চেয়ে অনেক বেশি সহজ। বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বা তোষামোদি করে চাকরি বাঁচাতে অনেক বিষয়কেই বেশ সহজে ট্যাকেল দেয়া যায়, কিন্তু উন্নত বিশ্বে এটি বেশ দুর্লভ ব্যাপার। এখানে মায়া কান্নার কদর বেশ সীমিত। কাজেই সাবধান!

বিঃদ্রষ্টব্যঃ প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, প্রবাসে চাকরি সমস্যার উপর এটিই আমার শেষ কলাম। যারা এ বিষয়ে আগের লেখাগুলো পড়েন নি, সময় পেলে পড়ুন। আপনার বিশেষ কিছু প্রশ্নের উত্তর সেখানে থাকতে পারে। চাকরির ব্যাপারে আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে ইমেল করতে পারেন। আমি সুযোগ বুঝে জবাব দেব। ধন্যবাদ।

arifurk2004@yahoo.com.au